দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

পুরাতনী

এক

পুরানো সাইকেল মনে করিয়ে দিচ্ছে তার কথা
আর আকাশের মেঘলা সময়

বাঁকুড়ার কালো ঘোড়া একটা ভেঙে
আজও পোড়ামাটির দোকানে বিস্ময় জিজ্ঞাসা

চিহ্ন থেকে যায় মিটেও মেটে না...

দুই

পুরানো দেয়াল হাঁ করে রেখেছে ভিক্ষাপাত্র
টুপটাপ তার উপর ঝরে পড়ছে বৃষ্টি পয়সা

জটিল হয়ে পড়েছে পৃথিবীর আনাচ কানাচ
আশেপাশে ইদানীং বন্ধুমম নেই

মোমো খাবার জন্যই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে
শেষ হবার পর লক্কা পায়রা...

ভালবাসা

ভালো থেকো বলে মেঘ ভেসে গেল ছাদের ওপারে।
এবার রাগ
অনু ছাড়া বৃষ্টিহীন চিলেকোঠা। বেপাড়ার জোছনা
আড়ি ভুলে
কিত কিত খেলবে নো ম্যানস ল্যান্ডে। বল্লম রোদ্দুর
ব্যাথার ইঞ্জেকশন ফুঁড়ে যাবে হলুদ মাথা গায়ে
একটা সরলরেখার জন্য আরেকটা সরলরেখা
ফুঁপিয়ে উঠলে হঠাৎ মরচে ধরা বোতামগুলো
ভেঙে
জীবন বিজ্ঞান খাতায় একটা হৃদযন্ত্রের ছবি
আঁকা হয়
এখানে একটি নদী শুকিয়ে ক্ষীণকায়া
সবুজ সংকেতের প্রতীক্ষায়।
বাঁধ ভেঙে গেলে
সকলেই জেনে যাবে বৃষ্টি এসেছে
এবং এই আবেগ
ভেজা ভালবাসা ছাড়া কিছু নয়
এই চলমান ইতিহাসে কোনো দাঁড়ি নেই
এখানে স্বতঃস্ফূর্ত ঝরনার কথা লেখা হবে
যে ঝরতে ঝরতে পাতায় পাতায়
গেয়েছিল মেঘমল্লার।

অলিখিত
এক

বিবশ কলম। আকর্ষণ থেকে সরতে চায় না।
চাঁপারঙ। চাপতে পারে না শাড়ি ও অন্তর্বাস।
বেরিয়ে আসে ফুলশয্যার দিন। ডিসেম্বর। শীত ও ফায়ারপ্লেস।
টাল খেয়ে স্মৃতির কামুক শরীর পাতা উলটায়।
ডায়েরিতে লিখেছিল চাঁপা পোড়া পাঁচ আঙুলের কথা।
বেহুলা ভেলায় বাকি ইতিহাস...

দুই

কাঁচা বাঁশপাতার ঝোপ রাখতে পারল না।
পুরানো বটগাছের ছায়াও।
মৌরলার শরীর ঢাকল রোদ।
জানা গেল না কে ভিজিয়েছে বর্ষা না পুকুর।
ইচ্ছে জেগে উঠল মাংস খাবার।
ট্রেন থেকে হাত নেড়ে আসবার কথা বলতেই
একটা কালো আকাশ ডেকে
ঝপ ঝপ নামিয়ে দিল সাটার...

একে মা মনসা

জানলার পর্দার কাছে বেড়াল নেমেছে
আর বাউরি পাড়ার মনসার কাছে চাঁদ
দেখে বেতের ঝাঁপিতে গুটিয়ে সাপ
কিভাবে বুঝে নেয় গাছ ও ঝোপের অসুখ
সুখ নেই গ্রামারের পাতায় পাতায়
বেহুলা নাচলে ড্যান্স বাংলায়

ধুনোর গন্ধে ঢেকে যায় ইদানীং সে ঈশ্বরী শরীর